নিবিড় পরিবীক্ষণের চূড়ান্ত প্রতিবেদন

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প (তৃতীয় পর্যায়; ১ম সংশোধিত)

কৃষি, পল্লী উন্নয়ন ও গবেষণা সেক্টর
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

জুন ২০১৬

নিবিড় পরিবীক্ষণের চূড়ান্ত প্রতিবেদন

প্রণয়নেঃ

ব্যক্তি পরামর্শক

মোঃ মোকাম্মেল হোসেন।

আইএমইডি কর্মকর্তাবৃন্দ

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
মহাপরিচালক

মোঃ কামাল আতাহার হোসেন
পরিচালক

দেবোত্তম সান্যাল
সহকারী পরিচালক

কৃষি, পল্লী উন্নয়ন ও গবেষণা সেক্টর
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

জুন ২০১৬

সূচিপত্র

ABBREVIATION		ix
নির্বাহী সার সংক্ষেপ		v-ix
প্রথম অধ্যায়ঃ প্রকল্পের বর্ণনা		
১.১	প্রকল্পের পটভূমি	১
১.২	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	১
১.৩	প্রকল্পের বিবরণ	১
১.৪	প্রকল্পের অনুমোদনের অবস্থা	২
১.৫	বছর ভিত্তিক বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়	২
১.৬	প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহ	৩
১.৭	প্রকল্পের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা	৩
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম ও কার্যপরিধি		
২.১	নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের পটভূমি	৪
২.২	পরামর্শকের কার্যপরিধি (TOR)	৪
২.৩	কর্ম পরিকল্পনা	৫
	তৃতীয় অধ্যায়ঃ কার্যপদ্ধতি **(Methology)**	৬
	চতুর্থ অধ্যায়ঃ প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা	১২
	পঞ্চম অধ্যায়ঃ ক্রয় পরিকল্পনা পর্যালোচনা	২২
	ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ সংখ্যাগত উপাত্ত বিশ্লেষণের ফলাফল	২৭
	সপ্তম অধ্যায়ঃ গুণগত উপাত্ত বিশ্লেষণ	৩৯
	অষ্টম অধ্যায়ঃ কেস স্টাডি	৪৩
	নবম অধ্যায়ঃ SWOT বিশ্লেষণ	৪৪
	দশম অধ্যায়ঃ TOR মোতাবেক অন্যান্য প্রতিবেদন	৪৭
	একাদশ অধ্যায়ঃ পর্যবেক্ষণ	৫৬
	দ্বাদশ অধ্যায়ঃ সুপারিশমালা ও উপসংহার	৬০
	পরিশিষ্ট	**৬৩-৯৩**

ABBREVIATION

ADP	Annual Development Program
BADC	Bangladesh Agriculture Development Corporation
CHT	Chittagong Hill Tracts
DG	Director General
DoF	Department of Fisheries
DPP	Development Project Proposal
ECNEC	Executive Committee of National Economic Council
FGD	Focus Group Discussion
FY	Financial Year
FAO	Food and Agriculture Organization
GoB	Government of Bangladesh
IMED	Implementation Monitoring and Evaluation Division
KII	Key Informant Interview
M&E	Monitoring and Evaluation
PPA	Public Procurement Act
PPR	Public Procurement Rules
SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities andThreats
ToR	Terms of Reference

নির্বাহী সার সংক্ষেপ

তিন পার্বত্য জেলা যথাঃ রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানের পাহাড়ি জনগোষ্ঠী ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়া জনপদগুলোর অন্যতম। এ অঞ্চলটি প্রাকৃতিক সম্পদ, পাহাড়ি ছড়া, ক্রীক গিরিখাদ দ্বারা সমৃদ্ধ। দুর্গম এলাকা ও অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, পুঁজির সংকট এবং প্রযুক্তি নির্ভর জ্ঞানের অভাবে এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠী প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করতে পারেনি। প্রকল্পটি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (তৃতীয় পর্যায়) প্রকল্পটি এ অঞ্চলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোর অন্যতম। বর্তমান প্রকল্পটি ২০১২-২০১৭ মেয়াদে তৃতীয় পর্যায় চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছেঃ

১. পার্বত্য জেলাসমূহে মৎস্য চাষ কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, পাহাড়ি জনগণের পারিবারিক আয় বৃদ্ধি ও পুষ্টির মান উন্নয়ন;
২. মৎস্য চাষ উন্নয়নের লক্ষ্যে পাহাড়ে ক্রীক নির্মাণের মাধ্যমে জলাশয় উন্নয়ন যা পরবর্তীতে পানির রিজার্ভার হিসেবে ব্যবহার; এবং
৩. মৎস্য পোনা উৎপাদন ও লালন-পালনের লক্ষ্যে নার্সারী পুকুর স্থাপন এবং স্থানীয় মৎস্য চাষিদের মাছ চাষ বিষয়ক বিভিন্ন প্রযুক্তি প্যাকেজের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সম্প্রসারণ সেবা প্রদান।

প্রকল্পটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচেছ। সরকারের মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়, মৎস্য অধিদপ্তর দ্বারা প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।

প্রতিবেদনে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (তৃতীয় পর্যায়, ১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের কর্মপদ্ধতি ও ফলাফলসমূহ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজটি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) কর্তৃক সম্পন্ন হয়ে থাকে। নির্বাচিত প্রকল্পটি নিবিড় পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে গত ১ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে কৃষি, পল্লী উন্নয়ন ও গবেষণা সেক্টরের মহা পরিচালকের সাথে ব্যক্তি পরামর্শকের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি সম্পাদনের পর ব্যক্তি পরামর্শক, সংশ্লিষ্ট মহা পরিচালক ও সহকারী পরিচালক সহ অন্যান্য বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সংগে কাজের পরিধি, উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সম্পর্কে অবহিত ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে একটি সভায় মিলিত হন। উক্ত সভার পর সংশ্লিষ্ট শাখা হতে ব্যক্তি পরামর্শককে প্রয়োজনীয় তথ্য ও দলিলাদি সরবরাহ করা হয়। প্রাপ্ত দলিলাদি ও তথ্যাদি পর্যালোচনার পর ব্যক্তি পরামর্শক উল্লেখিত প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশ্নমালা তৈরী করে। যা এই প্রতিবেদনের শেষাংশে পরিশিষ্টে সংযুক্ত করা হয়েছে।

আইএমইডি এডিপিভূক্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিজস্ব জনবল দ্বারা পরিবীক্ষণের পাশাপাশি প্রতি বৎসর আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ব্যক্তি পরামর্শকের সহায়তায় সীমিত সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ (In-depth Monitoring) করে থাকে। এর ধারাবাহিকতায় আইএমইডি ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘‘পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারন (তৃতীয় পর্যায়;১ম সংশোধিত)’’ শীর্ষক প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে। এ লক্ষ্যে আইএমইডি এর পরিপত্র অনুযায়ী যথাযথ প্রক্রিয়ায় দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেনকে এ প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের ব্যক্তি পরামর্শক হিসেবে গত ১ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখ নিয়োগ প্রদান করা হয়।

কার্যপদ্ধতি (Methodology):

মাঠ পর্যায়ে উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে সংখ্যাগত ও গুণগত উভয় পদ্ধতিই ব্যবহার করা হয়েছে। সেকেন্ডারী তথ্যাদি পর্যালোচনা, সুফলভোগীদের সাক্ষাৎকার, কেআইআই, এফজিডি ও স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনটি তৈরী করা হয়েছে। জমির আকারভেদে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে স্ট্রাটিফাইড নমুনা ডিজাইন অনুসরণ করে মোট ১০ টি উপজেলা নির্বাচন করা হয়েছে। নির্বাচিত ১০ উপজেলায় অবস্থিত মোট ৩৩৫ টি ক্রীকের ৩০% (১০০ টি) ক্রীক থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণের খানা নির্বাচনের ক্ষেত্রে দৈবচয়ন (Systematic Random Sampling) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, টেকনিক্যাল কমিটির পরামর্শক্রমে প্রতিটি ক্রীক থেকে ১ জন সুফলভোগী ও ১ জন ক্রীক মালিকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

সংখ্যাগত তথ্যকে Supplement করার জন্য গুণগত তথ্য যথাঃ কেআইআই, এফজিডি, স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা ও কেস স্টাডি করা হয়। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যেমনঃ প্রকল্প ও উপ-প্রকল্প পরিচালক, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, প্রকল্পের উপ-সহকারী প্রকৌশলী, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের (জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা চেয়ারম্যান/ভাইস চেয়ারম্যান, পৌর মেয়র) ও ব্যবসায়িদের সাথে কেআইআই করা হয়েছে। ১০টি উপজেলাতে ৪টি পেশাভিত্তিক শ্রেণির (মৎস্যজীবী, মৎস্যচাষী, নারী ও মৎস্য সেক্টরে নিয়োজিত শ্রমিক) মোট ১০টি এফজিডি আয়োজন করা হয়। এছাড়াও ৫টি উপজেলা যথাঃ বাঘাইছড়ি, দিঘিনালা, মহালছড়ি, থানচি ও নাইক্ষ্যাংছড়িতে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার গ্রুপের অংশগ্রহণে স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন করা হয়। প্রকল্পের সফলতার দিক বিবেচনায় বেশ কয়েকটি কেস স্টাডিও করা হয়েছে। এছাড়াও এ প্রকল্পের কাজের বিভিন্ন কারিগরি দিক নিয়ে মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সাথে মতবিনিময় করা হয়েছে।

এ প্রকল্পের অধীনে শুরু থেকে এযাবৎ যে সকল নির্মাণ কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে সেগুলোর বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এসব তথ্যের মাধ্যমে নির্মাণ কাজ কোন পর্যায়ে আছে (বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি), কার্যাদেশ নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন হয়েছে কিনা, না হলে তার কারণ, সমাপ্ত হওয়ার সম্ভাব্য সময়, আর্থিক অগ্রগতি ইত্যাদি জানা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া মালামাল, নির্মাণ ও সেবা ক্রয়ে পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কি-না এবং টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণে কোন ব্যত্যয় হয়ে থাকলে তা চিহ্নিত করার লক্ষ্যে নির্মাণ, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ক্রয়ের প্রধান প্রধান কয়েকটি প্যাকেজের টেন্ডার ডকুমেন্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সম্পাদিত কাজের গুণগত মান তথা টেন্ডারের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সম্পাদন করা হয়েছে কি-না সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

মাঠ পর্যায়ে সঠিকভাবে তথ্য সংগ্রহের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রেখে তথ্য সংগ্রহকারীদের কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়েছে। ব্যক্তি পরামর্শক তথ্য সংগ্রহকারীদের কাজের নমুনা পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

প্রকল্পের সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত দলিলাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরী ও তার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে কিনা তা প্রশিক্ষণ রেজিষ্টার খাতা যাচাই, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কয়েকজন সুফলভোগীর সাথে প্রশিক্ষণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

প্রকল্পের মূল ৪টি কম্পোনেন্টগুলো হচ্ছে ক্রীক উন্নয়ন, সুফলভোগী সদস্যদের মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান, মৎস্য পোনা উৎপাদনের জন্য নার্সারী স্থাপন ও খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাতে একটি মিনি হ্যাচারী স্থাপন করা। কম্পোনেন্টগুলোর বাস্তব অবস্থা নিম্নরূপঃ

- জানুয়ারী ২০১৬ এর প্রথম সংশোধনী মোতাবেক প্রকল্পের আওতায় ৮৬৩ হেক্টর এলাকায় মোট ৮২৮টি ক্রীক উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন করার পরিকল্পনা নেয়া হয়। ইতোমধ্যে ৫৩৩টি ক্রীক উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে ও ২৯৫টি ক্রীক উন্নয়নের জন্য টেন্ডার শেষ করে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে;
- প্রকল্পের প্রথম সংশোধনী মোতাবেক মোট ৬৬০০ জন সুফলভোগীর মধ্যে ৪৪৭০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- আইনগত জটিলতার কারণে খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাতে প্রকল্পের হ্যাচারী নির্মাণ কাজ শুরুতে বিলম্ব হয়েছে। ইতোমধ্যে হ্যাচারী নির্মাণের জন্য ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনসহ এর সীমানা প্রাচীর নির্মাণের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া মূল ভবন ও পুকুর নির্মাণ, পানির পাম্প কাজের কার্যাদেশ আগামী এপ্রিল-মে/১৬ মাসের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে; [১] এবং
- প্রকল্পের নার্সারী স্থাপনের কাজও যথারীতি শুরু করা যায়নি। ডিপিপিতে কোন তালিকা না থাকায় নতুন তালিকা ডিপিপিতে সংযোজন করা উচিত ছিল । না করার কারণে দীর্ঘসূত্রিতা সৃষ্টি হয়েছে বিধায় কাজ করা যায়নি। প্রকল্পের প্রথম সংশোধনীতে ২৫ একর জমিতে নার্সারী স্থাপনের লক্ষ্য ধার্য করা হয়। নার্সারীর জায়গা চিহ্নিতকরণের কাজ অদ্যবধি শুরু করা হয়নি। ফলে ক্রীকে পোনা সরবরাহের চেইন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।

[১] প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের পরে ভূমির মালিক উচ্চ আদালতে রীট আবেদন করেন। মামলা চলমান থাকায় হ্যাচারী স্থাপনের কাজ থেমে থাকে। পরবর্তীতে রায় প্রকল্পের পক্ষে আসলে হ্যাচারীর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের মধ্য দিয়ে নির্মাণ কাজের প্রস্তুতি শুরু করা হয়।

প্রাপ্ত তথ্য হতে পর্যবেক্ষণঃ

সংখ্যাগত উপাত্তঃ

নিবিড় পরিবীক্ষণে দেখা যায় যে, ক্রীক মালিক ও সুফলভোগীদের ৯২.৭% বলেছেন দৈনিক খাদ্যাভাসে মৎস্য খাওয়ার পরিমাণ বেড়েছে যা ইতিবাচক। ক্রীকে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি বার্ষিক প্রতি হেক্টর ৭১৫ কেজি (প্রকল্প দপ্তর) ১০৯৪ কেজি হেক্টর (নিবিড় পরিবীক্ষন ২০১৬) বৃদ্ধি পাওয়ায় সুফলভোগীদের ৮৯.৪৭% মৎস্য বিক্রির মাধ্যমে অতিরিক্ত আয় রেড়েছে বলে জানান। ক্রীক মালিকদের ৯৫.৮০% অভিমত প্রকাশ করেন যে, মৎস্য চাষের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির সুযোগ বেড়েছে। ৪৮.৭৫% ক্রীক সুফলভোগদের মতে মৎস্য চাষ সম্পর্কে ধারণা বৃদ্ধি হয়েছে বলে জানান । প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে মৎস্য চাষের উপকরণ সহজলভ্য হয়েছে বলে জানান ৮৬.৯% উত্তরদাতা । এছাড়া মৎস্য চাষের ক্ষেত্রে মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মীর সহায়তা সেবা বেড়েছে ৫৩.৫%।

গুণগত উপাত্তঃ

গুণগত উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে কী ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (KII), ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD), স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা কেস স্টাডি করা হয়েছে। এর থেকে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নরূপঃ

কেআইআইঃ

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও অন্যান্যদের সাথে সম্পাদিত কী ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলোর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

- পাহাড়ি গিরিখাতকে পরিবেশ বান্ধব জলাশয়ে রূপান্তর করে সমন্বিত মৎস্য চাষ সহ কৃষিতে সেচ, শাক-সবজি ও ফলের আবাদের সুযোগ তৈরী হয়েছে;
- প্রকল্পের কাজ তদারকি ও পর্যবেক্ষণের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের পাহাড়ি উপজেলাগুলোতে প্রয়োজনীয় জনবল, যানবাহন ও ভ্রমণ ভাতা বৃদ্ধি করা জরুরী; এবং
- জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজে সম্পৃক্ত করা।

এফজিডি পর্যবেক্ষণঃ

প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত ৩টি জেলার ২৫টি উপজেলার নমুনায়িত ১০টি উপজেলার প্রত্যেকটিতে ১টি করে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি) করা হয়। চারটি পৃথক স্টেকহোল্ডার গ্রুপের সাথে এসব ডিসকাশন সভা করা হয়। চারটি গ্রুপ হচ্ছে যথাক্রমেঃ মৎস্যজীবী, মৎস্য চাষী, মৎস্য সেক্টরে নিয়োজিত শ্রমিক ও নারী। এসকল মতবিনিময় সভা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

- পাহাড়ি ঢল ও আকস্মিক বন্যার ঝুঁকি থেকে রক্ষার জন্য ক্রীকের বাঁধ মজবুতকরণে প্যালাসাইটি (বল্লি, ড্রামসীট), বাঁধে ঘাস লাগানো, এছাড়াও ড্রেনের প্রশস্থতা বৃদ্ধিসহ (গেট বাল্ব স্থাপনের মাধ্যমে) পানি ধারণ ও নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা;
- ‘‘ক্রীকে মৎস্য চাষ সংক্রান্ত মডিউল’’ তৈরী করে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা; এবং
- গুণগত মান সম্মত পোনার ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য অতি দ্রুত হ্যাচারী ও নার্সারীর ব্যবস্থা করা। বর্তমান পরিস্থিতিতে পার্বত্য জেলার নিকটস্থ জেলাগুলো থেকে দ্রুত বর্ধণশীল মৎস্য তেলাপিয়া , পাঙ্গাস মাছের পোনা সরবরাহ করার জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের অগ্রনী ভূমিকা পালন করা দরকার।

স্থানীয় কর্মশালার পর্যবেক্ষণঃ

- প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে, যেমন মৎস্য সেক্টরে অনেক মানুষের কাজের ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে, যথাঃ মাছের ব্যবসা, মৎস্য সেক্টরে শ্রমিক, পেশাদার মৎস্য চাষী;
- জীব বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ হচ্ছে;
- সেচের পানি পাওয়া যাচ্ছে;
- মানুষের আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে;
- বাজার ও রপ্তানী ব্যবস্থার উন্নতি হচ্ছে;
- পানির সমস্যার সমাধান হচ্ছে;
- ক্রীক প্রতি চাহিদা অনুযায়ী বরাদ্দ কম;
- যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থা খারাপ;
- চলমান প্রকল্পের হ্যাচারী স্থাপন হয়নি, পূর্বেকার প্রথম পর্যায়ে কাউখালী হ্যাচারী ও দ্বিতীয় পর্যায়ে বান্দরবানে নির্মিত হ্যাচারী থেকে যা পোনা উৎপাদন হয় তা দিয়ে প্রকল্প এলাকার চাহিদা পূরণ হয় না। ফলে মানসম্পন্ন পোনার সংস্থান নাই; এবং
- প্রায় প্রতি বছরই বিশেষত বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ি ঢল ও পাহাড়ি ধ্বস ক্রীকের বাঁধ ও ড্রেন ক্ষতিগ্রস্থ করে থাকে। যা টেকশইভাবে নির্মান ও সংস্কার একান্ত দরকার।

ক্রয় সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিএ ২০০৬, পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে। ক্রয় পর্যালোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়েছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে বাস্তব ক্রয়ের সাথে পরিকল্পনার মিল নেই। উদাহরণস্বরূপ, ক্রয় পরিকল্পনাতে গাড়ি, পিক-আপ ও মোটর সাইকেল ক্রয়ের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির কথা থাকলেও তা করা হয়নি। এক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয় নির্ধারিত ভেন্ডর প্রগতির নিকট থেকে গাড়ি ও পিকআপ ক্রয় করা হয়। এছাড়া প্রকল্পের জন্য হোন্ডা ব্র্যান্ডের ২৫টি মোটরসাইকেল এটলাস বাংলাদেশ এর নিকট থেকে সরাসরি পদ্ধতিতে (DPM) সরাসরি ক্রয় করা হয়। ফাইবার বোট ক্রয়ের জন্য মূল ডিপিপিতে বাজেট ধার্য ছিলো ৭.৫ লক্ষ টাকা। কিন্তু নির্ধারিত ওই টাকায় সংকুলান না হওয়ায় সংশোধনীতে ২০ লক্ষ টাকা PPR -২০০৮ এর বিধি ৭৪, ৭৫ ও ৭৬ অনুযায়ী বরাদ্দ রয়েছে। বর্তমানে ফাইবার বোট (স্প্রিড বোট) ক্রয়ের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।

প্রতিবন্ধকতাঃ

এখানকার বেশীরভাগ ক্রীকই দুর্গম অঞ্চলে তাই যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। প্রকল্পের মূল প্রস্তাবনাতেও কিছু ত্রুটি বিদ্যমান রয়েছে। যেমন: এত বড় একটি প্রকল্পের জন্য নেই প্রয়োজনীয় জনবল। বিশেষ করে কাজ তদারকি ও পর্যবেক্ষণের জন্য কোন মনিটরিং কর্মকর্তার সংস্থান ডিপিপিতে নেই। আনুষাঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা (ভ্রমণ ভাতা ও জ্বালানি খরচ) যা রয়েছে তা ও প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

প্রকল্পের প্রভাবঃ

ইতিবাচক দিকগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে দরিদ্র পাহাড়ি জনগোষ্ঠির আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নয়নে মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের এটা একটি যুগোপযোগী পদক্ষেপ। এ প্রকল্পে রয়েছে সাধারন মানুষের সম্পৃক্ততা ও গ্রহণযোগ্যতা । এখানকার নানাবিধ সমস্যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে পানি সংকট যা সমাধানে প্রকল্পটি ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠি দৈনন্দিন জীবনে
নানাবিধ গৃহস্থালী কাজ ছাড়াও ক্রীকগুলোকে সুপেয় পানির উৎস হিসেবে ব্যবহার করছে।

সুপারিশঃ

স্বল্প মেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য:

- প্রকল্পটি জুন, ২০১৭ সালে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে ক্রীকে মৎস্য চাষে গুণগত পোনা প্রাপ্তির সমস্যা নিরসনে প্রকল্পের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হ্যাচারী ও নার্সারী স্থাপনের কাজ সমাপ্ত করার উদ্যোগ নেওয়া জরুরী; এ ব্যাপারে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন খুবই জরুরী।
- মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট (মৎস্য) অধিদপ্তর নির্দিষ্ট সময়ে প্রকল্প কার্যক্রম সমাপ্তির লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী নিবিড় তদারকি আরো জোরদার করে প্রকল্পের অন্যান্য অংগগুলি (হ্যাচারী , নার্সারী, ফাইবার বোট ক্রয় ইত্যাদি) সহ ক্রীক উন্নয়নে ঠিকাদারের কাজ সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা অতীব প্রয়োজন;
- প্রকল্প শেষে এর বহির্গমন কৌশল (Exit Plan) নির্ধারণ করা জরুরী যাতে উন্নয়ন কর্মকান্ড দীর্ঘমেয়াদী হয় ও চলমান থাকে।
- টেকসইকরণের লক্ষ্যে প্রকল্প শেষে উন্নয়নকৃত ক্রীকসমূহ হস্তান্তরের যথাযথ ব্যবস্থা মৎস্য অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করা প্রয়োজন।
- ক্রীক উন্নয়নের কাজ শুষ্ক মৌসুমে বাস্তবায়ন করা;
- ক্রীকে কার্যকরী মৎস্য চাষ মডিউল প্রনয়ন করে মৎস্য চাষিদের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহন করা ।
- ক্রীক দ্রুত বর্ধনশীল মৎস্য পাঙ্গাস, তেলাপিয়া চাষের জন্য মৎস্যচাষিদের উদ্বুদ্ধ করা; এবং

দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য:

- সংগঠন ব্যবস্থাপনার জন্য নেতৃত্ব উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে সুফলভোগী দল শক্তিশালীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে যাতে প্রকল্প শেষ হয়ে গেলেও সংগঠনগুলো নিজেদের চেষ্টায় প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনে দীর্ঘস্থায়ী ভাবে কাজ করে যেতে পারে;
- ব্যাপক মানুষের অংশগ্রহণ থাকায় প্রকল্পটি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে বিধায় প্রকল্পের পরিধি ও সময়সীমা বৃদ্ধি/প্রকল্প সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। বিবেচ্য প্রকল্প সমাপ্তির পর ধারাবাহিকভাবে অবশিষ্ট ক্রীক উন্নয়ন ও সংরক্ষণের জন্য এর ৪র্থ পর্যায়ে গ্রহণ;
- প্রকল্প শেষে উন্নয়নকৃত ক্রীকগুলো মৎস্য অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকারের যৌথ ব্যবস্থাপনায় আনয়ন এবং মৎস্য অধিদপ্তরের প্রয়োজনে কারিগরি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে দীর্ঘ মেয়াদী নীতিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।
- পার্বত্য অঞ্চলে সহনশীল মৎস্য চাষের জন্য ক্রীকে মাছ চাষ সম্পর্কিত গবেষণা করা দরকার;এই ব্যাপারে মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউটের সম্পৃক্ততা বাঞ্চনীয়।
- উন্নত পোনা মজুদ, শতাংশ প্রতি পোনা মজুদের সংখ্যা নির্ধারণ, মাছের খাবারের পরিমাণ নির্ধারণ এবং কখন কোন সাইজের পোনা মজুদ, কখন কোন সাইজের মৎস্য আহরণ এবং মৎস্যের রোগ বালাই সম্পর্কিত তথ্যাদি সম্বলিত করে ক্রীকে কার্যকরী মৎস্য চাষ মডিউল তৈরী করা প্রয়োজন;